দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 06 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাই শিক্ষার মূল সমস্যা, দরকার বিকেন্দ্রীকরণ

ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন আয়োজিত আলোচনায় বক্তারা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ শিক্ষক দিবসের আলোচনাসভায় বক্তারা বললেন, কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাই আমাদের শিক্ষার মূল সমস্যা। দরকার বিকেন্দ্রীকরণ। আর আমাদের দেশে এখন শিক্ষকই সবচেয়ে দুর্লভ বস্তু। শুক্রবার বিকেলে ঢাকায় এ আলোচনার আয়োজন করে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ও ইউনেস্কো ঢাকা অফিস।

আলোচনায় অংশ নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান বললেন, আমাদের সমাজের মধ্যে এখন 'গ্রেশামস ল' কাজ করছে। 'গ্রেশামস ল' তে খারাপ অর্থ ভাল অর্থকে তাড়িয়ে দেয়। আর আমাদের সমাজে খারাপ মানুষের দাপটে ভাল মানুষ টিকতে পারছে না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে কিছুই হবে না। তিনি বলেন, শিক্ষকদের অর্থ নেয়ার বিষয়টি নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে বিতর্ক চলে আসছে। এ নিয়ে দুটো মতামত দেখা যায়। একটি অর্থ নেয়ার কথা বলে। অন্য মতে অর্থ নেয়াকে খারাপ চোখে দেখা হয়। আমাদের দেশে যেসব ব্রাহ্মণ পয়সা নিয়ে পড়াত তাদের নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসেবে গণ্য করা হতো। আর যে সব ব্রাহ্মণ পয়সা না নিয়ে ছাত্রদের বাড়িতে রেখে পড়াত তাদের উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসেবে গণ্য করা হতো। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। এই বাণিজ্যিকীকরণের ফল হিসেবে আমাদের দেশে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। ঢাকা শহরে অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁরা টিউশনি করে লাখ টাকা কামাই করেন। আবার অনেকে পারেন না। সব মিলিয়ে শিক্ষকদের ভূমিকাটি জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, তিনি নিজের চাকরিজীবনের একটি স্মৃতি উল্লেখ করে বলেন, আমি তখন অর্থ সচিব। সামরিক বাহিনীর জেনারেলরা একদিন এসে বললেন, আমাদের ক্যাডেট কলেজগুলোর ইংরেজী ও অঙ্কের শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে দিতে হবে। আমি বললাম কেন। এমনিতেই তো তাঁরা তুলনামূলকভাবে বেশি বেতন পান। তাঁরা বললেন, আমাদের ওখানে দু' তিন বছর কাজ করেই এসব শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকা চলে আসছেন। এসে কোচিং সেন্টার খুলছেন। সেখানে তাঁরা যে আয় করেন তা দিয়ে ওই ধরনের ২৫ শিক্ষকের বেতন দিতে পারেন। এই হলো সার্বিক অবস্থা। তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের শিক্ষার মূল সমস্যা হলো কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে দরকার বিকেন্দ্রীকরণ। স্কুলের জন্য কি করতে হবে সে সিদ্ধান্ত নেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ জন্য মহাপরিচালক, মহা মহা পরিচালকের অনুমতির কোন দরকার নেই। মোট কথা নিয়ন্ত্রণের কোন দরকার নেই। দরকার সহায়তার। কিন্তু আমি নিজে দেখেছি কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাই (১২-এর পাতার পর)

তিনি আরও বলেন, শিক্ষক ছাত্রকে শেখাবেন, ছাত্র শিক্ষককে শেখাবেন– এই হওয়া উচিত শিক্ষাদানের পদ্ধতি। জ্ঞানভিত্তিক সমাজে টিকে থাকতে হলে সব সময় শিখতে হবে। জ্ঞানের জগতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। যদি মনে করেন আমার একটি ডিগ্রী রয়েছে আর পড়া লাগবে না, তাহলে হবে না।

এরপর ড. খান বাংলাদেশের প্রশাসন সম্পর্কে বলেন, প্রশাসনের সবত্র স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। কি কারণে এ অবস্থা সেটি অনেক বড় আলোচনা। আমি বরং কি করলে এ অবস্থা কাটতে পারে সে সম্পর্কে কিছু বলি। এই পর্যায়ে তিনি একটি গল্প বলেন। নিউইয়র্ক শহরে একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর খুব নামডাক। এক সময় তাঁর একজন কনিষ্ঠ শিক্ষক এলেন। কিন্তু দেখা গেল বয়স্ক শিক্ষকের শিক্ষার্থীরা ভাল করছে। কনিষ্ঠ শিক্ষকের শিক্ষার্থীরা তেমন ভাল করতে পারছে না। তখন কনিষ্ঠ শিক্ষক গেলেন বয়স্ক শিক্ষকের কাছে। বয়স্ক শিক্ষক বুদ্ধি দিলেন পিঠ চাপড়াও। সে অনুযায়ী কনিষ্ঠ শিক্ষক পিঠ চাপড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোন কাজ হলো না। তখন তিনি আবার গেলেন বয়স্ক শিক্ষকের কাছে। বললেন, আমি পিঠ চাপড়াচ্ছি, কিন্তু ফল তো পাচ্ছি না। তখন বয়স্ক শিক্ষক বললেন, যেগুলো পারে না সেগুলোর পিঠ বেশি করে চাপড়াও, আর যেগুলো পারে তাদের কম চাপড়াও। অর্থাৎ ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দাও, আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দাও। এই হলো প্রশাসন ভাল করার মূল মন্ত্র। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করা হলে সুশাসন আসবেই। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন, আমার ৩৮ বছরের চাকরি জীবনে আমি দেখেছি যুক্তিসঙ্গতভাবে কিছু বোঝানো হলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেটা গ্রহণ করে। আলোচনায় অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষক বোধহয় সবচেয়ে দুর্লভ জিনিস। এই অন্তহীন দুর্নীতির মধ্যেও হয়ত ভাল লোক খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভাল শিক্ষক বড় দুর্লভ। ভাল শিক্ষককে ভাল মানুষ তো হতেই হবে। বাড়তি গুণও কিছু থাকতে হবে। আমাদের এ যুগের স্বপ্ন হলো সব বৈষয়িক স্বপ্ন। স্বপ্ন যদি আধ্যাত্মিক হয় তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু বৈষয়িক স্বপ্নের কোন শেষ নেই। আমার একজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন, তিনি বলতেন, বাড়ির গরম ভাত খেয়ে কলেজে পড়াচ্ছি– আর কি চাই। সে সময় একজন শিক্ষক বহুদূর দিয়ে হেঁটে গেলেও বোঝা যেত তিনি শিক্ষক। তাঁর চলার ভাবভঙ্গিই ছিল অন্যরকম। আজকের শিক্ষকদের দেখে এ রকম বোঝার উপায় নেই। তিনি দারোগা না ঠিকাদার, না লোহালক্করের ব্যবসায়ী কিছুই বোঝা যায় না। আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন কলেজের রুমগুলো ছিল স্যাঁতসেতে। কিছুটা অন্ধকার। বাইরে ছিল দিগন্ত বিস্তৃত আলোকিত মাঠ। কিন্তু ওই স্যাঁতসেতে ঘরগুলোতে আসতেন এক একজন আলোকিত মানুষ। তাঁদের আকর্ষণে আমরা আলোকিত মাঠ ছেড়ে ছুটে আসতাম স্যাঁতসেতে ক্লাসরুমে। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার নম্বরকে আমরা এখন ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এটা ঠিক নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষরা নম্বর পাওয়া মানুষ নয়।

বক্তৃতার এই পর্যায়ে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, আমাদের দেশে গণতন্ত্রের নামে ছিল একনায়কতন্ত্র। এর কারণও আছে। আমাদের কখনও পালেরা, কখনও সেনেরা, কখনও মোগলরা, কখনও পাঠানরা শাসন করেছে। কখনও আমরা শাসন করিনি। সে জন্য শাসন শিখতে সময় লাগবে। ৫০ বছরে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এবারে সবাই একটা ধাক্কা খেয়েছে। অধ্যাপক হাসান ওয়াইজ বলেন, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আনার জন্য এ সুবিধা বাড়ানো দরকার। ইউনেস্কোর ঢাকা অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর মালমা মিলিসা বলেন, বিশ্বজুড়ে শিক্ষক দিবস পালন করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, শিক্ষার পেশা সব সময় সঙ্কটের মধ্যে ছিল। সারা বিশ্বে এখন ১ কোটি ৮০ লাখ শিক্ষক দরকার। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিব মোঃ আশরাফুল মকবুল বলেন, শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে কারোরই কার্পণ্য করা উচিত নয়। শিক্ষক হচ্ছেন একজন ঐশ্বর্যবান মানুষ।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ

দেশে সকল স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্ম উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ, মানমর্যাদা, বেতনভাতা ও নীতিনির্ধারণে অধিকার লাভ করবেন– এমনই প্রত্যাশা করছেন বর্তমান সরকারের নিকট। 'বিশ্ব শিক্ষক দিবসে' এমনই আশাবাদ ব্যক্ত করলেন শিক্ষক নেতারা।

শুক্রবার বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁরা। এমএ আওয়াল সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাশিস উপদেষ্টা চৌধুরী খুরশীদ আলম, সহকারী শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জহিরুদ্দীন, বাশিস সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, যুগ্ম সম্পাদক রণজিত সাহা, সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, সহসভাপতি জয়নুল আবেদীন। সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ম. আখতারুজ্জামান। সভায় শিক্ষক নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষকদের আজও পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইউনেস্কো আইএলও শিক্ষকদের পূর্ণ মর্যাদা, উচ্চমানের বেতন ও চাকরির পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়ার অধিকারের কথা জোরেসোরে প্রচার করলেও আজও তা দেশে বাস্তবায়ন হয়নি। এমন কী মানসম্পন্ন অবস্থানে শিক্ষক প্রশাসনও পৌঁছতে পারেনি। নেতারা বলেন, দেশে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হলেও সরকার 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন করে না। দেশে এ পর্যন্ত শিক্ষকদের যে অর্জন এসেছে তা একমাত্র শিক্ষকদের আন্দোলনের ফসল। সরকারের সদ ইচ্ছার অভাবের কারণেই দেশের ২৫ ভাগ শিক্ষক 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'টি সম্পর্কে আগে জানতে পারেননি। শিক্ষক নেতারা বলেন, দেশে 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ'-এর নামে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' শব্দটির মধ্যে দিয়ে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়ালে চলে শুভঙ্করের ফাঁকি। নেতারা বলেন, দেশে প্রকৃত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ থেকে উত্তরণ জরুরী হয়ে পড়েছে। তাঁরা বলেন ডিজি আসে কাজের ধরন পাল্টালেও শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় না। সেখানে বিশেষ সুবিধা না পেলে কোন ফাইলে টেবিল পরিবর্তন হয় না। যা দুঃখজনক। শিক্ষকদের জন্য এটি অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। যা কারোই কাম্য নয়।

গণস্বাক্ষরতা অভিযান ॥ এদিকে দিবসটি উপলক্ষে গণস্বাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বক্তৃতা করেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক নাজমুল হক, ইউনেস্কো প্রতিনিধি ড. মালামা মালিসা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নজরুল ইসলাম খান, রাশেদা কে চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ড. মনজুর আহমেদ।